বিশ্বনাথ দর্শন ও বেনারস ভ্রমণ

— পূবালিকা ভট্টাচার্য্য মৈত্র

আমার কন্যার পড়াশোনার বিশেষ সময়ে ২০২৩-২৪এ আমরা কোথাও বেড়াতে যাই নি, তাই দুদিনের অবসর নিয়ে, বছর শেষে, এবং নতুন বর্ষবরণ (২০২৪) এর উদ্দেশ্যে কাশী বিশ্বনাথ এর দর্শন, পূজা, ও শ্রী শ্রী সংকটমোচন এর পূজা দিতে, এবার ২৮শে ডিসেম্বর উপাসনা Express এ বেনারস যাওয়া ঠিক করলাম।

ওই ৩০শে ডিসেম্বর আমাদের মহারাজজী, শ্রী শ্রী বিজ্ঞনানন্দ মহারাজের তিরোধান উৎসবও ছিল আমাদের ভবানীপুর মঠ ও মিশনে। কিন্তু আমাদের কাছে সময় না থাকায়, ওই বিশেষ দিনে আমরা কাশী ধাম যাব ঠিক হলো। টিকিট কাটল আমাদের ছাত্র অর্ণব, কিন্তু যাওয়া এবং ফেরা দুটো টিকিটই যথাক্রমে RAC ও Waiting list এ পেলাম। তাই ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে বললাম, যদি তুমি যেতে দাও, তাহলে টিকিট Confirm হবে। না হলে আমরা যাব না। হঠাৎ মাথায় এলো আমরা বালানন্দ ব্রহ্মচারী আশ্রমে যদি থাকি কেমন হয়? সাথে সাথে আমার জামাইবাবু (অচিন্ত্য গুপ্ত) কে ফোনে জানাতে উনি নিশ্চিন্ত করলেন যে, যদিও ওই সময় খুব বেশি মানুষ জন বেনারস তীর্থ করতে যান, তবুও উনি নিজে বালানন্দ আশ্রমের দীক্ষা পেয়েছেন বলে, এবং উনি খুবই active সেবক, সেই সুবাদে ওই আশ্রমের, Incharge, Kanu Maharaj আমাদের ওই চার দিন থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

এই ভাবেই এবারের বিশ্বনাথ, ও সংকট মোচনের কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা হল। আমার দিদি, (অনিন্দিতা গুপ্ত) আমাদের বলে দিলেন এক বিশেষ কথা, যে ওর গুরু শ্রী শ্রী মোহনানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন, ''কাশী বিশ্বনাথ, মন্দিরে অনেক ভক্তবৃন্দ আসেন দর্শনার্থী হয়ে, তাতে খুব বড় লাইন হয়। যদি কোন পূর্ণার্থী দর্শন না পান, তাহলে আমার আশ্রমে বিশ্বনাথ দর্শনে তার সমতুল্য ফল লাভ হবে''।

ওদিকে আমরা প্রথম দিনে শীবালাঘাট বালানন্দ আশ্রমে সামান্য স্নানাহার সেরেই, ঘাটের দিকে গঙ্গা দর্শনে রওনা দিলাম। ঠান্ডার সময় হ ওয়াতে আমরা বেশ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ালাম।

কাশীর বালানন্দ আশ্রমে, বর্তমান দায়িত্ব সামলাচ্ছেন রিতা মা ও কানু মহারাজ। পূজারী কয়েকজন আছেন তার মধ্যে 'মূকেশ ভাই' এর সাথে দেখা হলো, এবং ঠিক হলো আমরা এখানে বিশ্বনাথের পুজো দিতে পারব। আমাদের ফেরার টিকিট ১লা জানুয়ারি ১.২০ দ্মদ্ধ ২০২৪, সোমবার, তাই ওই দিন সকালে ৯টার সময় পুজো অনুষ্ঠান রাখা হলো। পূজার যাবতীয় জোগাড় আশ্রমের পুরোহিত করবেন বললেন। তাই এদিকে হাতে দুই দিন পেয়ে শনিবার সংকটমোচন ও রবিবার কালভৈরব দর্শন করার দিন ঠিক হলো। শনিবার সকালে আমরা সঙ্কটমোচন এর মন্দির গিয়ে লাইনে দাঁড়ালাম। ওখানে দেখলাম প্রায় ৫-৬

হাজার লোকের আগমন হয়েছে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, কিছু বিদেশী রাও লাইন দিয়ে দর্শন পেতে এসেছেন। খুব ভালো লাগলো আমাদের ওই রকম একটি ধর্মীয় স্থানে ২ ঘন্টার বেশি সময় দিয়ে সঙ্কটমোচন এর দর্শন করতে। কারণ মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলেও কোন আওয়াজ বা চিৎকার কিছুই নেই। আর মিলিটারির জাওয়ানরা জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। চোখ রেখেছেন, দর্শনার্থীদের ওপর যাতে কোন ঝুট-ঝামেলা না হয়। খুব তাড়াতাড়ি দর্শনার্থীরা দর্শন, পূজা করে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

পুজো দিয়ে আমরা মন্দিরের চাতালে বসে হনুমান চালিশা পাঠ করলাম, এবং হবন কুণ্ড দর্শন করতে গেলাম। হঠাৎ সঞ্জয়ের মনে ইচ্ছা হল, যদি একটু হোম অগ্নির আশীর্বাদ পাওয়া যায়, এবং খুবই অবাক হলাম, যখন হোম কুন্ডর কাছে যেতেই একজন পুরোহিত আমাদের বললেন, ''হবন করবানা হ্যয়'' ? এবং তাই আমরা মনের ইচ্ছা অনুযায়ী যৎসামান্য অর্থ দ্বারা ওখানে হোম করার জন্য পুরোহিতকে অনুরোধ করলাম। মনের শান্তি নিয়ে আমরা চলে এলাম। খুব সুন্দর দর্শন হলো এদিকে আমাদের আসার দিনের টিকিট, দুইদিন আগে confirm হয়েছিল। ফেরার টিকিট তখনো waiting list থেকে সবে RAC হয়েছে। কিন্তু Confirm হয়নি তখনো।

রবিবার ছিল ৩১শে ডিসেম্বর, এবং তাই আমরা সোমবার ১ তারিখ বাবা বিশ্বনাথের পূজা কর্ম করে ট্রেন ধরার কথা ভেবেছিলাম। মাঝে রবিবারই কাল ভৈরব দর্শন করবো মনস্থ করেছিলাম। আমরা বর্ষ শেষ বা বর্ষ আরম্ভ কোন সময়েই, কোন তীর্থ স্থানে যাইনি। তাই আমাদের মানুষের সমাগমের বিষয়ে কোন আন্দাজ ছিল না। বেনারসের পথে ঘাটে মানুষ কুলকুল করে বইছে।

কিন্তু হাতে সময় ছিল তাই, আমরা সঙ্কটমোচন দর্শন করে এসে সামান্য কিছু খেয়েই চলে গেলাম কালভৈরব দর্শন করতে, এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে দর্শন পেলাম বাবার। ফিরে এসে আমরা, মা গঙ্গার আরতি দেখলাম। সুন্দর গঙ্গা আরতি দর্শনেএবং যে বিষয়টি উপভোগ করার বলে আমার মনে হয়েছে, তা হল গঙ্গার তীর দিয়ে বেশ কয়েকটি ঘাটেই মা গঙ্গার আরতি হচ্ছিল। সেই সময়টা জুড়ে অনেক মানুষ একসাথে মা গঙ্গার আরাধনায়, এবং তার পূজায় সকলে একমন হন, গঙ্গার ধারের ওই সময়টা অসাধারণ অব্যক্ত একটি রম্য ভাব তৈরি হয়, এবং সকল মানুষ নির্বিশেষে হাত জোড় করে জোর গলায় মা গঙ্গাকে স্তুতি করেন।

তাই, পরের দিন রবিবার আমাদের কাছে সময় রয়েছে। আর এই যে তীর্থ ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছি আমরা, আমার মেয়ে কিন্তু তার জন্য বরাদ্দ আশ্রমের ঘরে আমাদের ঘরের পাশের ঘরে, বসে তার ডাক্তারির MD র প্রবেশিকা পরীক্ষার তৈয়ারী চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্রম বাড়ীতে, আমাদের পাশেই আরেকটি পরিবারের সাথে সকালবেলায় কথা হল, ওনারা বললেন যে বিন্ধবাসিনী মাকে তারা দেখে এসেছেন। আমিও সঞ্জয় তাই ঠিক করলাম একটি গাড়ি নিয়ে আমরা রবিবার বিন্ধবাসীনি মায়ের কাছে যাব। বেনারস থেকে 64 kilometer, তাই যাওয়া আসা, এবং দুপুরের খাওয়া নিয়ে আমাদের ৬-৭ ঘন্টায় ভ্রমণ দর্শন

হয়ে যাবে। মেয়েকে বললাম সেও যদি তার সময় দিতে পারে, তাই রবিবার মা বিন্ধবাসিনী, বিন্ধাচল পর্বতের উপর আছেন তার দর্শন পেলাম। মন্দিরটির সংস্কার হচ্ছে এবং যাতায়াতের রাস্তা খুবই সুন্দর, দর্শণীয় তার দুই পাশের গাছপালা ও প্রকৃতি। ব্যয়বহুল নয় বলে, আমাদের যা টাকা ছিল তাতেই দর্শন ও ভ্রমণ হল।

শেষের দিন সোমবার, মুকেশ ভাই বললেন আপনাদের train-1.20pm তাই সকাল ৯টার সময় আসুন ১০টার মধ্যে পুজো হয়ে যাবে। আমরা সেই মতো তৈরি হয়ে নিলাম। স্বামী-স্ত্রীতে তৈরি হয়ে বালানন্দ আশ্রম মন্দিরে চলে গেলাম। আমাদের এমন করে মহাদেবের রুদ্রাভিষেক পুজো করার সৌভাগ্য আগে আর কখনো হয়নি। এবং এখানে পূজোর বিধি নিয়ম মেনে করা হয়। তাঁরা বিভিন্ন আঙ্গিকও আচার এত সুন্দর করে করলেন, তাতে নতুন অভিজ্ঞতায় আমাদের মন-প্রাণ ভরিয়ে দিলেন। মুকেশ ভাই সঙ্গে আর একজন পুরোহিত, ও রিতামাকে নিয়ে পূজা করলেন। আমরা দুজন ওঁদের নির্দেশে পূজা করলাম।

পূজার প্রক্রিয়ায়, আকাশ বাতাস সুধ্বনি ও সঠিক উচ্চারণে মনের ভাবান্তর, উপলব্ধি ও আবেগের যে সৃষ্টি হল, তার অভিজ্ঞতার কথা বলার থেকে উপলব্ধি করার বিষয় অনেক বেশি। অনেকেই ইতিমধ্যে এই দর্শন লাভ করেছেন, আনন্দও উপভোগ করেছেন। আমাদের ১০.৩০ এ পুজো শেষ হতে, রিতামা বললেন তোমরা আজ মা অন্নপূর্ণার ভোগ পেয়ে যাও, খুব ভালো হবে। কিন্তু সেদিন মায়ের রান্নায় দেরী হচ্ছে, রিতা মা আমাদের ভোগ দেবেন, কিন্তু কিছুতেই ওনারা রান্না শেষ করতে পারছেন না। এদিকে ১লা জানুয়ারী, সবাই আমাদের বলেছেন ভীষণ traffic হবে, আগেই চলে যাও। আমাদের টিকিট সকালে Confirm হল। তাই Incharge কানু মহারাজ কে আর অনুরোধ করিনি, কারণ উনি চাকুরি জীবনে Railways sevice এর বড় officer ছিলেন এবং অনেকেই এই বিষয়ে ওনার সাহায্য নেয়। এবার আমরা মায়ের ও মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে রওনা দিলাম। প্রায় তখন বেলা ১২টা। আমাদের train ১.২০ উপাসনা Express ঠিক সময় চলছে। কিন্তু রাস্তায় এমন অবস্থা আমরা দেখছি, যে সময় অতিবাহিত হচ্ছে কিন্তু আমরা গন্তব্য স্থলের দিকে যত এগোচ্ছি ভয়াভয় পরিস্থিতি দেখছি। এত মানুষ ও গাড়ি রাস্তায়, আমি গুরুনাম জপ শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম যখন ৩.৫ km বাকি দেখাচ্ছে হাতে মাত্র ১৫ মিনিট সময় রয়েছে।

আমি তখন ভাবছি কানু মহারাজ কে ফোনে বলি, train টিকে আটকাতে। অনেক সময় পরিচিতদের দিয়ে চেইন টেনে ট্রেনের, দেরি করানো হয়। কিন্তু এবার তো ট্রেন পাব না, এমনই অবস্থা, আমি সঞ্জয় ও মেয়ে, তিনজনে পিঠের ব্যাগ ও হাতের ব্যাগ, নিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম অটোরিক্সায় বসে। এবং তখনও এটাও মনে আমার এলো যে, দিদি (অনিন্দিতা) একবার বলেছিল, যদি কোন জায়গায় বিপদে পড়িস সেখানে গুরুস্মরণ করিস। তখন ওখানে যিনি গুরু আছেন তিনি সরাসরি ভক্তর জন্য ছুটে আসেন। তাঁর

আশীর্ব্বাদ ও কৃপা দান করেন। কিন্তু train এর সময় দুই মিনিট বাকি মাত্র, আমরা station এ নেমেই একটা কুলি ধরে সব শুটকেস তার মাথায় দিয়ে, তিনজনেই দৌড়ে ৩ নং platform এ চলে গেছি। আমরা platform এ তখন ১.২০ বাজে। জনঅরণ্য, বোঝা যাচ্ছে না কিছুই, মনে হল আজ ট্রেন পাবো ত্ নাই। কিন্তু সেই সময় দেখি উপাসনা Express station এ ঢুকতে মাত্র কয়েক মিনিট কাল বিলম্ব করেছে। যাতে আমরা এসে পৌঁছাই। সাথে-সাথে আমরা কোন মতে উঠে বসেছি, ওমনি train ছেড়ে দিল। শুধুমাত্র গুরুসহায় বলেই আমাদের এ যাত্রায়, যাত্রা সফল করে দিলেন, গুরু মহারাজ। অনেকেরই কাছে শুনি train-fail হয়েছে। তারা আবার ticket কেটেছেন, waiting room এ থেকেছেন। আমাদের কোনটাই হয়নি। গুরু মহারাজ নিজেই train আস্তে চালিয়ে আমাদের তুলে নিয়েছেন। এমন ঘটনার পরও কি অলৌকিক ঘটনা দেখা বাকি থাকে? থাকে না!

গুরু আছেন, তাই আমরা আছি তাঁর কৃপায়।